চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহনে ভোক্তা অধিকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা ও কৃষি বিপণনে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা বারোটায় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুল কাদের জগলু। এতে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। সভাটি ব্যবস্থাপনা করেন, জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা । আর সভাটি সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন, চুয়াডাঙ্গা দোকার মালিক সমিতি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও জেলা তথ্য অফিস চুয়াডাঙ্গা।

সভার শুরুতে আলোচনা করা হয় নিত্যপণ্যসহ সবধরনের বাজারদর ও বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উঠে আসে বাজারের কোনো পন্যের তালিকায় মুল্য লেখা থাকে না। দিন দিন বাজার অস্বাভাবিক কেন হয় তা নিয়েও আলোচনা করেন। বাজার তদারকি ও বাজার মনিটরিং কিভাবে আরো জোরদার করা যায় সেই লক্ষে কাজ করা হবে। এতে বাজারের পণ্যের দাম ঠিক রাখতে হলে যা করণিয় তা করতে হবে বলে আলোচনা করা হয়।

এসময় সভার প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, সব মানুষই ভোক্তা। যিনি বিক্রেতা তিনিও কখনো কখনো ক্রেতা। আমাদের নৈতিকতা ঠিক থাকলে ভোক্তা হিসেবে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা নিরাপদ খাদ্য পাবো। আর বাজারের নৈতিকতা ঠিক রেখে ব্যবস করতে হবে। অসাধু ভাবে ব্যবসা করা যাবে না। বাজার সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে। বাজারের বর্জ মাতাভাঙ্গা নদীতে ফেলা যাবে না। ব্যবসায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই। তাহলে ব্যবসার মর্যাদা থাকবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) রিয়াজুল

ইসলাম, পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, বাজার কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, ভোক্তা অধিকর সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইবরুল হাসান জোয়ার্দ্দার, প্রচার সম্পাদক মাফিজুর রহমান মাফি, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের ব্যবসায়ীগণ।

এতদিন পশুর উন্নয়নে কাজ করেছি, এবার মানব উন্নয়নে কাজ করতে চান- জাহাঙ্গীর আলম

চুয়াডাঙ্গা ২ আসেনর স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হিসেবে পল্লী পশু চিকিৎসক ও বীমা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম গণসংযোগ ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন।

কথায় আছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো কিন্তু জাহাঙ্গীর আলম এর ক্ষেত্রে ঘটেছে ভিন্ন ঘটনা, দীর্ঘ ১১ বছর ধরে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন বন্ধ থাকায় তার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের ভোট করার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তাই এবার তিনি ১২ তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসন থেকে স্বতন্ত্র এমপির প্রার্থী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন। এ যেন ঘোলের স্বাদ দুধে মেটানো।

বিগত দুই বছর তিনি নিজ উদ্যোগে পশু চিকিৎসার পাশাপাশি সমাজের তৃণমূল ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। তাই এবার আসন্ন নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হিসেবে গণসংযোগ শুরু করেছেন।

জানাগেছে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধপাতিলা গ্রামের মৃত মাও: জালাল উদ্দীন ছেলে পশূ চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলম। তিনি ব্রাকের (কৃত্রিম প্রজনন) কর্মী ও ফারইস্ট লাইফ ইন্সুরেন্স কো: লি: এর জেলা জোনাল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত আছেন।

গত দুই বছর ধরে দামুড়হুদা, হাউলী, দর্শনা, কুড়ালগাছি, জুড়ানপুর, নতিপোতা, নাটুদাহ, উথলী সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করছেন, সেইসাথে অসংখ্য মানুষের মধ্যে তিনি ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ, সেলাই মেশিন, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি বিতরণ, ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে গ্রামের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছেন।

কার্পাসডাঙ্গা মাদক বিরোধী অভিযানে ৪৫ পিচ ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

সোমবার দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবিরের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই ইমরান হোসেন, এ এস আই মোসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স। কার্পাসডাঙ্গা হতে সুবলপুরগামী পাকা রাস্তার উপর হইতে একটি Royal Runner মোটরসাইকেল ও ৪৫ ফেনসিডিল নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে গ্রেফতার করেন পুলিশ

গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ আতিয়ার রহমান (৪০) পিতা মোঃ আনসার আলী,সাং মদনা থানা- দর্শনা জেলা – চুয়াডাঙ্গা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ঐক্যবদ্ধ সংবাদ সম্মেলনে বাধা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের কতিপয় মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী একটি বিশেষ সংবাদ সম্মেলনের পূর্বে এমপি সমর্থিত নেতা কর্মিরা পূর্বে ঘোষিত জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সহ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের কতিপয় মনোনয়ন প্রত্যাশীগণ উপস্থিতে সম্মেলন বাধা দেয়ার চেষ্টা চালালে দর্শনা বাস স্ট্যান্ড এলাকা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের চেষ্টায় উভয়কে শান্ত থাকার অনুরোধ করলে এমপির পক্ষে দুরে অবস্থান নেয়।

পরিস্থিতি শান্ত হলে অপূর্ব ঘোষিত সংবাদ সম্মেলন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মন্জুর সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, তিনি লিখিত বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব,জাতীয় চার নেতা শহীদ নজরুল ইসলাম, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও শহীদ কামরুজ্জামান এবং জাতির গৌরব ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যে ৩০ লক্ষ বাঙালি জীবন দিয়েছেন ও ২ লক্ষ মা বোন যারা সম্ভ্রম হারিয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এই চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের অন্তর্গত নাটুদহ ইউনিয়নের আট কবর, জীবননগর উপজেলাধীন ধোপাখালীর শহীদ স্মৃতিসৌধ ও দামুড়হুদা উপজেলাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের হৈবৎতপুর স্মৃতিসৌধে শায়িত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে।

এছাড়া এ অঞ্চলের অনেক বীর সন্তান যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশ মাতৃকার জন্য অকাতরে জীবন দিয়েছেন- রক্ত দিয়েছেন তাদেরকেও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শোষণ বঞ্চনামুক্ত, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই গোটা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে

মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত করেছিলেন। দেশ স্বাধীনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রেতাত্মা ৭১ এর পরাজিত শক্তি তাদের আন্তর্জাতিক প্রভুদের সক্রিয় সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জন ও চেতনাকে ধ্বংস ও মুছে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর প্রায় ৩০ বছরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বাকি বছর গুলোতে স্বাধীনতার পক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির পিতার সুযোগ্য সন্তান গণতন্ত্রের মানষকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার পরিচালনার সুযোগ পায়। সেই একই অপশক্তি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা জননেত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে দফায় দফায় মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রেনেড হামলা করতে ও পিছপা হয়নি। আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপায় পিতামাতা ভাইবোন আত্বীয় স্বজন সবকিছু হারিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা জীবনে বেঁচে আছেন।জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাঙালি জাতির স্বপ্নের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, উড়াল সেতু, এলিভেটেট এক্সপ্রেসওয়ে, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর নিচে টানেল, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন, পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, রেলওয়ে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন, সমুদ্র বিজয়, ছিট মহলে ভারতের সাথে সীমানা নির্ধারণ, পায়রা গভীর সমূদ্র বন্দর ইত্যাদি অসংখ্য বৃহৎ প্রকল্প এই সরকারের অর্জন।

এছাড়া লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষকে সরকারি জায়গায় ও খরচে গৃহ নির্মাণ করে গৃহহীনদের থাকার ব্যবস্থা করা, সার, ডিজেল কৃষকের নিকট সংক্ষলতা করা, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি সহ রাস্তাঘাটের সরকারের বড় অর্জন যে অর্জনের কথা শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয় ইউরোপ, আমেরিকা, জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ সহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের স্বীকৃত। বাংলাদেশ আজ শুধু উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবেই পরিচিত নয়, বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

এছাড়া প্রতিটি জেলা ও উপজেলা শহরে ৫৬০ টি মডেল মসজিদ নির্মাণ ও দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স এর সমমর্যাদা দেওয়া এই সরকারের আর একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়ন।

অবশ্যই, আমরা স্বীকার করি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সকল স্তরের বিশেষ

করে স্বল্প আয়ের মানুষ ভীষণ কষ্টে আছে। এই সমস্যাটি আজ বাংলাদেশেরই নয় বরং এটি বর্তমানে একটি বৈশ্বিক সমস্যা ও গভীর সংকট।

সারা পৃথিবী কোভিড-১৯ অর্থাৎ করোনা ভাইরাস কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণতি এই মূল্য বৃদ্ধির অস্বাভাবিকতা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশকারী কিছু হাইব্রিড নেতাকর্মীর সীমাহীন দুর্নীতি কর্তৃত্ব পরায়ণ ও পরিবারকরণ মনোবৃত্তি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন কিছু কর্মকাণ্ডে বর্তমান গণমুখী সরকারের গগনচুম্বী ভাবমূর্তি অনেকাংশেই ঘৃণা করেছে। দেশ, জনগন ও দলের স্বার্থের এদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া এখন সময়ের দাবী।

পরীক্ষিত কর্মিদেরকে বাছাই করে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে নির্বাচনি বৈতরণী যেমন পার হওয়া যাবে, সেই সাথে দেশ, দল ও দলের প্রাণশক্তি কর্মীরাও বাঁচবে।

একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাদের পরীক্ষিত দোসর সারা দুনিয়ার শোষিত বঞ্চিত, নিপীড়িত গণমানুষের দুশমন আমেরিকা, বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার উপর স্যাংশন ভিসা নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো তাদের হীনস্বার্থে অস্থির ও অশান্ত করে চলেছে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে যা আমাদের সকলের জন্যই গভীর উদ্বেগের কারণ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের আপমর জনগনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ অর্থাৎ একটি আরো উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালি করতে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন,মির্জা শাহরিয়া

মাহমুদ লল্টু, ছাত্রনেতা ও সাধারণ সম্পাদক ঢাকাস্থ চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতি, ডঃ হামিদুর রহমান সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নজরুল ইসলাম সভাপতি জীবননগর থানা আওয়ামী লীগ, আব্দুল লতিফ অমল সম্পাদক জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগ অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার কবির সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, এয়ার কমান্ডার মোঃ আবু বক্কর সাবেক ভি পি দর্শনা সরকারি কলেজ, নুর হাকিম সম্পাদক ও প্রকাশক সকলের সময়।

বক্তব্য শেষে নেতারা যানান আগামি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উপস্থিত দশ জন মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা যাকে মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করব।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভীনের নেতৃত্ব চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার জাহানারা খাতুন বাড়িতে আজ রবিবার বিকাল চারটার সময় এই উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে পথসভা কর্মী সমাবেশ উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন।

এ সময় আফরোজা পারভীন বলেন, শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ওই বিএনপি দল যদি আবারো কোন প্রকার চক্রান্তের চেষ্টা করে তাহলে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে তা শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে বলে জানান তিনি। এ সময় তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ২ ডাকাত গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ২ ডাকাত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ। উদ্ধার করেছে ডাকাতির কাজে ব্যাবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম।

জানা গেছে গতকাল শনিবার দিনগত রাত ১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানাধীন তিতুদহ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ফকির ফেরদৌস আলী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গড়াইটুপি ইউনিয়নের সাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জনৈক ওয়াহেদ মিয়ার ইট ভাটার পশ্চিম পাশে অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ ডাকাতির প্রস্তুতিকালে মনির হোসেন (৩২) ও রফিকুল ইসলাম(৪১) নামের ২ জন ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ডাকাতি কাজে ব্যবহিত বিভিন্ন সরঞ্জাম।তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত একটি গাছ কাটা লোহার করাত, দুইটি লোহার রডের কাটা অংশ,দুইটি হাসুয়া,একটি

সুতার পাকানো রশি, চারটি বাঁশের লাঠি, একটি কেটে ফেলা গাছের গুড়ি, ছয়টি বিভিন্ন সাইজের পুরাতন ব্যবহৃত সেন্ডেল।

এদের বিরুদ্ধে একটি ডাকাতি, একটি মারামারি এবং একটি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা ইতিপূর্বে রয়েছে এমর্মে রেকর্ড আছে। গতকালই দুজনের বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরন

সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিনে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরন করা হয়েছে । আজ রবিবার বেলা বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়স্হ বহুমুখী মানব কল্যান সংস্হার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট বিতরণের উদ্বোধন করেন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুল, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (আই এম ই ডি) কামাল হোসেন তালুকদার, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলাম। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক বিপুল আশরাফের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সিদ্দিকী সোহেলী রশিদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি কালের কণ্ঠের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি সিনিয়র সাংবাদিক এ্যাড. মানিক আকবর, এটিএন বাংলার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি রফিক রহমান।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে কম্পিউটার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে অভিব্যক্তি করেন কনিকা খাতুন, শিউলি, ফারজানা খাতুন, মধুমালা, মাসুদ রানা ও ইয়াসরিব বলেন, অত্যান্ত সুন্দর পরিবেশে এখানে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং শেখানো হয়। আমরা এখান থেকে কম্পিউটার শিখে অনেক অনলাইন ব্যবসা করছি। কেউ চাকুরী করছি।

যেসব শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট লাভ করেছেন তারা এ সংস্থা থেকে বিনামূল্যে দুই মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। পরে এদের মধ্যে ১৫০ জন পরিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয় ১৩৪ জন। পাশের হার ৯০ ভাগ।

“দুস্হ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রাইভার শ্রমিকদের মানবন্ধন

ড্রাইভিং লাইসেন্স জন্মতারিখ সংশোধনের দাবিতে কয়েক জেলার ভুক্তভোগি ড্রাইভার শ্রমিকদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মানবন্ধন করেছে।

আজ রোববার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার শহীদ হাসান চত্বরে এই মানবন্ধন হয়। মানবন্ধনে বিভিন্ন দাবি নিয়ে চুয়াডাঙ্গা

জেলা সড়ক পরিবহন ও জেলার সকল শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে এই মানবন্ধনে অংশগ্রহণ করেন জেলার সকল শ্রমিকের ইউনিয়নের নেতা কর্মিরা ও পেশাদার গাড়ি চালকরা।

মানবন্ধনে তাদের দাবি ছিল , ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ি ড্রায়ভিং লাইন্সেস জন্মতারিখ সংশোধন করতে হবে। ড্রাইভিং লাইন্সেস এর নথিভুক্ত ও ছাড়পত্রের কার্যক্রম দ্রুত কার্যকর করতে হবে। শ্রেণি সংযোজন ড্রাইভিং লাইন্সেস বারকোর্ড লার্নারের পরিক্ষার তিন ফিঙ্গারের সময় পূর্বের ড্রাইভিং লাইন্সেস সংযোজন করে ছবি তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভোটার আইডি কার্ডে মোহাম্মদ, ফুলস্টপ ড্রাইভিং লাইসেন্সে মোহাম্মদেও পরে স্পেস এই কারণে টাকা দেওয়ার সমস্যা। ড্রাইভিং লাইন্সেস এর শ্রেণি পরিবর্তনের সময় কার্যক্রম দ্রুত করতে হবে।

এসময় মানবন্ধনে উপস্থিত বক্তারা বলেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফাইল বিআরটিএ অফিসে কয়েক বৎসর ধরে পড়ে থাকা আবেদন পত্রের নবায়নের কোন সুরাহা হচ্ছে না। জাতীয় পরিচয় পত্র অনুযায়ী জন্ম তারিখ সংশোধন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য বিগত ৪ (চার) মাস আগে একটি মানববন্ধন করা হয়েছে। একজন পেশাদার ড্রাইভার ৪/৫ বার নবায়ন করা স্মার্ট কার্ড পাওয়ার পরে বর্তমানে জন্ম তারিখ ভুলের কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর নবায়ন হচ্ছে না। এদের অধিকাংশ ড্রাইভারেরই স্মার্ট কার্ড ২/৩ বার নবায়ন হয়েছে এবং ৪৭৭ নং স্মারকে ২০০১ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছিল। এই প্রজ্ঞাপনের পরে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য আরো একটি প্রজ্ঞাপন ২০১৬ সালে জানা মতে হয়েছিল। বর্তমান প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ভলিউম সঠিক থাকা ড্রাইভারদের জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক নবায়নের সুযোগ এবং নন-স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ সিথিলতা করে দ্রুত স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক ড্রাইভারদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার পরও জন্ম তারিখের জটিলতার কারণে তারা লাইসেন্স পাচ্ছে না।

বক্ত্যারা আরো বলেন, সারা দেশে বৈধ ড্রাইভারদের সংখ্যা অনুযায়ী গাড়ীর সংখ্যা অনেক বেশি। এই অবস্থায় জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য সারা বাংলাদেশে ৪০/৫০ হাজার পেশাদার/অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হলে এই সকল ড্রাইভারদের পরিবারের পরিজনদেরকে নিয়ে রাস্তা বসা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। ড্রাইভাররা তাদের পূর্বের লাইসেন্স ও নবায়নের স্লিপ নিয়ে ২/৩ বৎসর যাবৎ রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারছে না। রাস্তায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তারা স্লিপ এবং

পূর্বের লাইসেন্স মানতে রাজি হচ্ছে না। ড্রাইভারদের জরিমানা প্রদানের জন্য এবং মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন দূরের জেলায় যেতে হচ্ছে। এদিকে গাড়ির মালিকরা ড্রাইভারদের ছুটি দিতে কোন মতেই রাজি হচ্ছে না। আমাদের বাংলাদেশে বৈধ ড্রাইভারের থেকে গাড়ীর সংখ্যা বেশি। তারপরও যদি জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য ৪০/৫০ হাজার ড্রাইভারদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। এই কারণে লাইসেন্স বাতিল হয় তাহলে অবৈধ ড্রাইভারদের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। যাদের বৈধ রেকর্ড ও ভলিউম আছে তাদের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে জন্ম তারিখ দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উক্ত ৪০/৫০ হাজার ড্রাইভারদের লাইসেন্স প্রাপ্ত ও পরিবার বেঁচে যাবে। দেশের সাথে থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সফল ও স্বার্থক করিবার উদ্দেশ্যে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের জন্ম তারিখ সংশোধন হওয়া একান্ত আবশ্যক বলে মনে করেন মানবন্ধনের বক্তারা।

এসময় মানবন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা বাস মিনিবাস মাইক্রবাস সড়ক পরিবহনের সভাপতি এম.জেনারেল ও সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল, আন্তজেলা ট্রাক ট্র্যাংকুলারি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মামুন অর-রশিদ, আন্তজেলা ট্রাক ট্র্যাংকুলারি কার্ভাডভ্যানের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, ও সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, জেলার মাইক্রবাসের সভাপতি মিল্টু জমিদার, প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার পেশাদার সকল গাড়ি চালকরা।

আলমডাঙ্গায় বধ্যভূমি পার্ক উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি পার্কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন।

তিনি আজ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে বধ্যভূমিতে এসে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। পরে তিনি দলীয় নেতা কর্মিদের সাথে মত

বিনিময় করেন। মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই বধ্যভূমির এই পার্ক নির্মিত হচ্ছে। স্বাধীনতা বিরোধীরা ক্ষতমা দখল করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করতে চেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতির নিকট সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে কাজ করছে। ৭১ স্মৃতিস্তম্ভ গুলো সংররক্ষণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই দেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব দেখে বিএনপি -জামায়াত দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ক্ষমতার মসনদে বসার জন্য বিদেশীদের কাছে ধর্না দিচ্ছে। কোন লাভ হবেনা। কেউ আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিতে পারবে না। নির্বাচনে আসেন জনগণ ভোট দিলে ক্ষমতায় যাবেন। দলের নেতাকর্মিরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

মতবিনিময়কালে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবাসায়ী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলম হোসেন, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এডভোকেট খন্দকার সালমান আহমেদ ডন, পৌর আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল, কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টু, হারদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মালেক, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, আওয়ামীলীগ নেতা জয়নাল আবেদীন, কামরুজ্জামান শামীম, বীর মুক্তিযোদ্ধা দিদার আলী, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক আহসানউল্লাহ, কুমারী ইউনিয়ন যুবলীগের

সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান টুটুল, সাবেক যুবলীগের সভাপতি আবু সিদ্দিক টগর, যুবলীগ নেতা সৈকত খান, ছাত্রলীগ নেতা সজীব, দিপু,সাদী সিফাত, শোয়েব রকি, শাকিব, সজিব, অটল, প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী একমাত্র মহিলা নেত্রী আফরোজা পারভীন।

আজ শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ফুলসুরাতন এর বাড়িতে নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে এই কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরও বলেন শেখ হাসিনা সরকার উন্নয়নের সরকার। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া সোনার বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের গ্রাম থেকে শহর সকল পর্যায়ে উন্নয়ন হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা যদি অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা ও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা

রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ